পাক্ষিক

[illegible]

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

১৭ই, বৈশাখ ১৩৮৭ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল ১৯৮০ ইং : ১৪ই জমাদিউস সানী, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ; পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৩শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৮০ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "ঋণ, উহার উত্তম তাকিদ, উত্তম পরিশোধ"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'সত্য নিণয়ের চিহ্নাবলী'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* ৬১ তম কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* একটি সাক্ষাৎকার	মূল : মৌঃ মুনওয়ার আহমদ, মুবাল্লেগ, নাইরোবী (আফ্রিকা) অনুবাদ : ক্বারী মাহফুজুল হক	১৪
* তাহরিকে জদিদের সেক্রেটারীর দায়ীত্বাবলী	চৌধুরী শাব্বির আহমদ, ওয়াকিলুল মাল, তাহরীকে জদীদ, রাবওয়া অনুবাদ : শামসুর রহমান, সেক্রেটারী, তাহরীকে জদীদ, বাঃ আঃ আঃ	২০
* একটি জরুরী মুবারক তাহরীক		২১

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ।।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য
খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ ।। [ফারসী দুররে সমীন]

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده و نصلي على رسوله الكريم　　و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৮০ ইং : ৩০শে শাহাদাত, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইগুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন উঠিতে পারিত যে, যাহা হউক এই ঘোষণা করার প্রয়োজন কি ছিল? মুসলমানদের ও কাফেরদের মধ্যে গোড়াতে কি কোন শত্রুতা আছে, না কোন কলহ-বিবাদ আছে? ইরশাদ ইহা যে এইরূপ কিছু নয়, বরং ইহা ঘোষণা করার কারণ হইল لكم دينكم ولى دين যে মুসলমানদের ধর্ম ইবাদতের ভিন্ন নিয়ম শিক্ষা দেয় এবং কাফেরদের ধর্ম ইবাদতের ভিন্ন নিয়ম শিক্ষা দেয়। যেহেতু উভয় দলের কর্ম-পদ্ধতি পরস্পর বিপরীত ও ভিন্ন, এই জন্য তাহাদের একত্রে সমবেত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বস্তুতঃপক্ষে لكم دينكم ولى دين বাক্যটি পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের মর্ম স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে এবং অখণ্ডনীয় অর্থপূর্ণ শব্দসমূহ দ্বারা বিবেকে উদ্ভূত আপত্তি ও প্রশ্নের খণ্ডন করিয়া দিয়াছে যে দোষ ও দায় মুক্তির ঘোষণা কেন করা হইয়াছে?

আভিধানিক বিশ্লেষণকালে বলা হইয়াছে, দীন دين শব্দের এগারটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে এবং সবগুলি অর্থই এই আয়াতের উপর প্রযোজ্য হইতেছে। ঐ সমস্ত অর্থ প্রয়োগ করার পর এই বিষয়টি পরিস্কার হইয়া যায় যে কত সুন্দরভাবে এই প্রশ্নের খণ্ডন করা হইয়াছে যাহা قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون বলার পর স্বাভাবিক ভাবে বিবেকে উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং বলা হইয়াছে যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার অনুগামীগণ এইরূপ ঘোষণা করিতে বাধ্য ছিলেন যে তাহারা নিজেদেরকে

ধর্মীয় ইবাদতের নিয়মপদ্ধতি পরিহার করিয়া কাফেরদের সঙ্গে ইবাদতে সমবেত হইতে পারেন না এজন্য যে ইহার পশ্চাতে বহু অকাট্য শক্তিশালী কারণ রহিয়াছে যাহা সংক্ষেপে دين শব্দদ্বারাই ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আমরা নিম্নে উহার উল্লেখ করিতেছি :

প্রথম—মুসলমানগণ যে সর্ব শক্তিমান ও চিরস্থায়ী খোদার উপর বিশ্বাস রাখে, তাহাদের দৃষ্টিতে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করার নিয়ম ভিন্ন এবং কাফেরদের দৃষ্টিতে তাহাদের উপাস্য সমূহের আনুগত্য করার নিয়ম ভিন্ন (دين طاعة আনুগত্য অর্থে)।

দ্বিতীয়—মুসলমানদের ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম ভিন্ন এবং কাফেরদের ইবাদত বন্দেগীর নিয়ম ভিন্ন (دين ما يعبد به অর্থে)।

তৃতীয়—মুসলমানদের রাজ্য শাসন প্রণালী ভিন্ন এবং কাফেরদের রাজ্য শাসন প্রণালী ভিন্ন (دين السلطان والملك والحكم অর্থে)।

চতুর্থ—মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাকওয়া এবং সৎ-অসতের সংজ্ঞা ভিন্ন এবং কাফেরদের দৃষ্টিতে ভিন্ন ; এইরূপে মুসলমানদের দৃষ্টিতে বৈধ ও অবৈধের নিয়মও ভিন্ন এবং কাফেরদের ভিন্ন (دين الورع والوصية অর্থে)।

পঞ্চম—মুসলমানদের লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহারের রীতিনীতি ভিন্ন এবং কাফেরদের ভিন্ন (دين السير অর্থে)

ষষ্ঠ—মুসলমানদের তদবীর ও প্রচেষ্টা ভিন্ন এবং কাফেরদের তদবির-প্রচেষ্টা ভিন্ন (دين التدبير অর্থে)।

সপ্তম—মুসলমানদের অভ্যাস-আচরণ ভিন্ন এবং কাফেরদের ভিন্ন (دين العادة অর্থে)।

অষ্টম—মুসলমানদের দৈনন্দিন কর্মের নিয়মনীতি ভিন্ন এবং কাফেরদের ভিন্ন (دين الحال অর্থে। এইভাবে لكم دينكم ولي دين আয়াতেবলা হইয়াছে যে মুসলমানদের এবং কাফেরদের মধ্যে রীতিনীতি ও নীয়ম-প্রণালীর মধ্যেও কোন সামঞ্জস্য নাই এবং কর্ম-পন্থার মধ্যেও কোন সাদৃশ্য নাই, এই জন্য মুসলমানদের পক্ষ হইতে এইরূপ ঘোষণা যে আমরা কাফেরদের সঙ্গে ইবাদতের বিষয়ে আদৌ যৌথ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি না, সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এবং নিঃসন্দেহে সঠিক ; ইহাতে আপত্তির কোন কারণ হইতে পারে না।

কাফেরগণ আপত্তি করিলে কেবল এতটুকু করিতে পারে যে মুসলমানগণ যে নিয়ম-নীতি এবং কর্মপন্থা পোষণ করিতেছে উহা ভুল। তাহাদের এই আপত্তি প্রমাণাদি দ্বারা সঠিক সাব্যস্ত হইলে ইসলামের সমস্ত দাবী-দাওয়া আশ্য বাতিল প্রতিপন্ন হইবে, কিন্তু যদি অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা ইসলাম কর্তৃক পেশকৃত নিয়মাবলী ও কর্মপন্থা সঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইবাদতের ব্যাপারে কাফেরদের হইতে পৃথকত্ব পোষণ করা মুসলমানদের জন্য এক অপরিহার্য বিষয় ছিল, ইহাতে কোন আপত্তি করা যায় না ; এবং ইহাকে জবরদস্তিও বলা যাইতে পারে না।

এখন আমরা এই বিষয়টি যাহা পূর্বে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে, বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করিব যেন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে কিরূপে لكم دينكم ولي دين আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের জন্য মূল কারণস্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে এবং কিরূপে এই আয়াতের বিষয় দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের বিষয়-বস্তুকে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮৯। ঋণ, উত্তম তাকিদ, উত্তম পরিশোধ

৪৮০। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে (সাঃ) ঋণ শোধের তাকিদ দিল এবং অত্যন্ত অশিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করিল। তাঁহার (সাঃ) সাহাবাগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন : 'তাহাকে কিছু বলিবে না। যাহার প্রাপ্য, কিছু বলার অধিকার তাহার থাকে'। অতঃপর, তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : যে বয়সের জন্তু সে উসুল করিবার, সেই বয়সের দাও'। সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন : "এখন ত তদপেক্ষা অধিক বয়সের জন্তু আছে' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : তাহাই দাও। কারণ তোমাদের মধ্যে অধিক ভাল সে, যে তাহার ঋণ অধিক ভাল ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় পরিশোধ করে।" [মুসলিম: 'কিতাবুল বুইয়ু, বাবু মানিস তালাকা শাইয়ান ফাবযু খাইরাম মিনহু'···শেষ পর্যন্ত, ১-২:৪৮ পৃঃ, বুখারী, ১:৩২১-৩২২ পৃঃ

৪৮১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : সক্ষম ব্যক্তির সব কিছু মজুত থাকা সত্বেও টাল বাহানা করিয়া ঋণ শোধ না করা জুলুম। যখন তোমাদের কাহারো কর্জ কোনো ধনী ব্যক্তির জিম্মা করা হয় এবং সে ইহা স্বীকার করিয়া নেয় যে, সেই ঋণ সে পরিশোধ করিবে, তখন কর্জ দাতার পক্ষে এই জিম্মার বিষয় মানিয়া লওয়া উচিত এবং অযথা জেদ ধরা উচিত নয়।" [বুখারী, কিতাবুল হাওয়ালাতে, বাবু ফিল হওয়ালাতে ·····১:৩০৫ পৃঃ]

৯০। বিপদাপদ, ধৈর্য ও সবুর

৪৮২। হযরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "এক বার আমি কহিলাম ; হে আল্লাহর রসুল, আমাকে ইসলামের এমন কোন কথা বলুন যে, অতঃপর অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন না থাকে। অর্থাৎ আমার পুরা প্রশান্তি লাভ হয়। হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : 'তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর, এই কথায় পাকা হইয়া যাও এবং ধৈর্যের সহিত কায়েম থাক। ['মুসলিম', 'কিতাবুল-ঈমান', 'বাবু জামেয় আওসাফুল-ইসলাম ; ১:৩০ পৃঃ]

৪৮৩। হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "আমি যেন রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখিতেছি, যখন তিনি (সাঃ) পূর্বেকার নবী-গণের মধ্যে এক নবীর কথা বলিতেছিলেন। তিনি (সাঃ) ফরমাইয়ালেন : 'সেই নবীকে তাঁহার জাতি মার দিল, জখম করিল। সেই নবী তাঁহার চেহারা হইতে রক্ত মুছিতে ছিলেন এবং বলিতেছিলেন : 'হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা কর। কারণ, তাহারা জানে না এবং অজ্ঞতা বসতঃ এরূপ করে'। ['বুখারী', 'কিতাবুল-আম্বিয়া, ; ঃ৪৯৫ পৃঃ]

৪৮৪। হযরত সুহাইব সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইযে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুমেনের ব্যাপার আশ্চর্যময়। তাহার কাজে বরকতই বরকত, আশীস-আশীর্বাদময়। এই অনুগ্রহ শুধু মুমেনেরই বৈশিষ্ট্য। যদি তাহার কোন আনন্দের উদয় হয়, তবে আল্লাহতায়ালার শোকর করে এবং তাহার শোকরগুজারী তাহার জন্য আরো খায়ের ও বরকতের কারণ হয়। যদি সে দুঃখ পায়, সে সবুর করে, এবং তাহার এই ব্যতিক্রমও তাহার জন্য খায়ের এবং বরকতের হেতু হয়, এবং সে সবুর করিয়া সাওয়াব হাসিল করে।" ['মুসলিম,' 'কিতাবুল-যুহুদ', 'বাবু আল-মুমেনু আমরুহু কুল্লুহু খাইর' ; ২ঃ৩৫৪ পৃঃ]

৪৮৫। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : কোনো মুসলমানের কোনো দুঃখ, কোন শোক বা চিন্তা, কোন কষ্ট এবং উদ্বেগ উপস্থিত হয় না, এমনকি একটি কাঁটাও বিদ্ধ হয় না, কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাহার এই কষ্টকে তাহার গোনাহ সমূহের কাফ্‌ফারা করিয়া দেন।" 'মুসলিম', 'কিতাবুল-বির-ওয়াস সালাহ', 'বাবু সাওয়াবুল মুমেনে ফিমা ইয়ুসিবুহু মিন মার্যিন আও হুযনিন, ; ২ঃ১৮৩ পৃঃ]

৪৮৬। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, 'আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যে মুসলমানের তিন বাচ্চা মরে, তাহাকে শুধু কসম পুরা করিবার জন্য আগুন ছুঁইবে।" কাম পূর্ণ করা দ্বারা বস্তুতঃ কুরআন করীমের এই আয়াতের প্রতি ইশারা রহিয়াছে 'ওয়া ইন মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা' [সুরাহ মরিয়ম, ৭২ আয়াত—অনুবাদক] অর্থাৎ, প্রত্যেকেই এই অগ্নির মধ্য দিয়া যাইবে।' অর্থাৎ, ইহার ঝলক সে দর্শন করিবে'। ['বুখারী', কিতাবুল-জানাইয,' 'বাবু ফাযলু মান মাতা লাহু ওয়ালাদুন' ; ১ঃ১৬৭ পৃঃ]

৪৮৭। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। সে এক কবরের উপর বসিয়া রোদন করিতেছিল। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আল্লাহতায়ালাকে ভয় কর এবং সবুর কর।" স্ত্রীলোকটী বলিল : "যাও, দূর হও। তোমার পথ দেখ। যে বিপদ আমার ঘটিয়াছে, তাহা তোমার উপর উপস্থিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে (সাঃ) চিনে নাই। সেই জন্যই ত তাহার মুখ হইতে এরূপ অশিষ্ট বাক্য বাহির হইয়াছিল। যখন তাহাকে বলা হইল যে ইনি ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাসাম ছিলেন, তখন সে ভয়াভিভূত হইল এবং তাঁহার (সাঃ) দরোজায় যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে কোন দারবান ত ছিল না যে, রোধ করিবে। সেই হেতু সে সোজা ভিতরে চলিয়া গেল। নিবেদন করিল : হুযুর, আমি আপনাকে (সাঃ) চিনিতে পারি নাই।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : প্রকৃত সবুর ত আঘাত লাগার প্রথম সময়েই হয়। নচেৎ শেষে ত সকলেই কান্নাকাটা করিবার পর ক্ষান্ত হইয়া থাকে।

(হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) :

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

সত্য নির্ণয়ের চিহ্নাবলী

"খোদাতায়ালার তরফ হইতে আগত ব্যক্তির কয়েকটি চিহ্ন থাকে, যে গুলির দ্বারা তাঁহার সত্যতা নির্ণীত হয়। প্রথমতঃ এই যে, তিনি পাক-পবিত্র শিক্ষা সহকারে আসেন। যদি তাঁহার শিক্ষাই অপবিত্র হয় তাহা হইলে তাহাকে কে গ্রহণ করিবে? দেখুন, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা কত পবিত্র! উহার মধ্যে লেশ-মাত্র সন্দেহ-সংশয়ের এবং কোন প্রকার শেরেক বা আল্লাহর সহিত অংশীবাদীতার অবকাশ নাই। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তিনি বড় বড় নিদর্শন সহকারে আগমন করেন। এবং সে সকল নিদর্শন এরূপ উচ্চস্তরের হইয়া থাকে যে, সামগ্রিকভাবে দুনিয়াতে কেহ উহাদের মোকাবিলা করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ এই যে, বিগত নবীগণের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে সেগুলি তাঁহার উপর প্রযোজ্য ও সত্য প্রতিপন্ন হয়। চতুর্থতঃ এই যে, সেই সময়ে যুগের অবস্থা স্বয়ং স্পষ্টতঃ প্রকাশ করে যেন আল্লাহর কোন আদিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। পঞ্চম বিষয় এই যে, সত্য দাবীকারকের সাধুতা, সত্যবাদীতা, নিষ্ঠা, সরলতা, আন্তরিকতা, ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততা এবং তকওয়া (আল্লাহ্‌ভীরুতা) চূড়ান্ত পর্যায়ের হইয়া থাকে এবং তাঁহার মধ্যে এমন এক আকর্ষণী-শক্তি থাকে যদ্দারা তিনি অন্যান্যদিগকে নিজের দিক আকর্ষিত করেন।

সমগ্র কুরআন মজীদে মোটামোটি এই সকল স্বতঃসিদ্ধ কথাই বর্ণিত আছে, যেগুলি দ্বারা আল্লাহর যে কোন আদিষ্ট ব্যক্তির সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। এখন ঈমানের প্রয়োজন যে ব্যক্তির আছে, সে যেন এই পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করে।"

(আল-হাকাম)

খোদাতায়ালার পথে অর্থ ব্যয়কারীদের সম্পদে বরকত দান করা হয়।
সে ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে চাঁদাসমূহকে নিজের উপরে বোঝা মনে করে।

"কোন কোন ব্যক্তির মনে এই ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে উত্তোরত্তর আমাদের উপর চাঁদা ধার্য করা হয়; কতই বা সহ্য করা যায়। আমি জানি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি

তাহার হৃদয়ে এরূপ ধারণা পোষণ করে না। কেননা সকলের মনোবৃত্তি এক রকম নয়। কোন কোন ব্যক্তি সংকীর্ণমনা এবং অনুদার হইয়া থাকে এবং এই প্রকারের কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের কোনই পরোয়া করেন না। এই প্রকারের সন্দেহ-সংশয় সর্বদা দুনিয়াদারী (সংসারাসক্তি)-এর রঙে সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং এইরূপ লোক (চাঁদাদানের) তওফিক প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাহারা একমাত্র খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে কদম বাড়ায় এবং তাঁহারাই আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষকে অগ্রগণ্য করে, এবং তদনুযায়ী তাহারা যেটুকুও দীনের খেদমত পালন করে, তাহার জন্য আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাহাদিগকে তওফিক ও সামর্থ্য দান করেন, এবং ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য যে অর্থ ও সম্পদ তাহারা ব্যায় করে, উহাতে বরকত রাখিয়া দেন। ইহ আল্লাহতায়ালার ওয়াদা। যাহারা সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত কদম বাড়ায়, তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন যে কিরূপ আভ্যন্তরীণভাবে তাহাদিগকে তওফিক ও সামর্থ্য দান করা হয়। সে ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে মনে করে যে, বার বারই আমাদের উপরে বোঝা চাপিতেছে। আল্লাহতায়ালা বার বার বলিয়াছেন: ولله خزائن السموات و الارض

অর্থাৎ, আসমান ও যমীনের ভাণ্ডার সমুহ আল্লাহর নিকট, তাঁহারাই অধিকারে আছে। মুনাফেক সেগুলিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু মোমেন উহাতে ঈমান আনে এবং বিশ্বাস রাখে। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, সমস্ত লোক যাহারা এখন মওজুদ আছেন এবং নিজদিগকে এই সেলসেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া যে উত্তোরত্তর তাহাদের উপরে বোঝা চাপিতেছে, যদি তাহারা দূরে সরিয়া পড়েন এবং কার্পণ্যভরে বলেন যে তাহারা কিছুই করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে খোদাতায়ালা আর এক জাতি সৃষ্টি করিয়া দিবেন, যাহারা এই যাবতীয় ব্যয়ভার সহাস্যবদনে বহন করিবে, তদোপরি সেলসেলার এহ্‌সান স্বীকার করিবে।" (মালফুজাত, অষ্টম খণ্ড পৃঃ ৩৬৮-৩৬৯)

অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য
খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ ॥ [ফারসী দুররে সমীন]

৬১ তম কেন্দ্রীয় বিশ্ব মজলিশে শুরা অনুষ্ঠিত

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ

রাবওয়া, ২৮শে মার্চ—তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার উদ্বোধন করিতে গিয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন ঃ ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দী যতই নিকটবর্তী হইয়া চলিয়াছে, ততই আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে এবং কাজ ততই কঠিন হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও মনে করি যে, আমাদের উপর আল্লাহ্‌তায়ার ফজল ও অনুগ্রহরাজীও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নাজেল হইতেছে। হুজুর বলেন, প্রতিটি আহমদীর অন্তরে এই অনুভূতি জাগরুক থাকা উচিত যে, ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় নিকটতর হইয়া চলিয়াছে এবং আমাদের কোন অবহেলা বা শৈথিল্যের কারণে এই কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এবং ইহার জন্য জরুরী যে, সম্ভাব্যের চূড়ান্ত সীমা অনুযায়ী আমরা যেন কুরবানী পেশ করিয়া দেই। হুজুর বলেন, এই অনুভূতি ও নৈতন্যের অভাব হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মনে হইতেছে যে, অনেকের মধ্যে ইহার পূর্ণ চেতনাবোধ নাই। হুজুর বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর দ্বীন বিশ্বময় জয়যুক্ত হইয়া চলিয়াছে—ইহা কত বিরাট ঘটনা যাহা জগতে সংঘটিত হইতেছে। যদি আমরা শুধু কতক টাকার অভাবের জন্য আর্থিক দিক দিয়া পিছনে থাকিয়া যাই, তাহা হইলে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। হুজুর বলেন, তদ্রূপ যদি হয়, তবে আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাই বলিবেন যে, ইহারা নিজেদের টাকা-পয়সার চিন্তায় পড়িয়াছে, আল্লার দ্বীনের জন্য তাহাদের চিন্তা-ভাবনা নাই।

হুজুর জামাতের সকল সদস্যদিগকে উপদেশ দান করেন যে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন ; কেননা মানুষ যখন চিন্তা করে, তখন নেকীর বহু পথ তাহার সামনে খুলিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে হুজুর গুজরাওয়ালার জামাতের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই জামাত সত্যের বাণী পৌছাইবার জন্য এক অভিনব পন্থার উদ্ভাবন করিয়াছে। হুজুর বলেন, যদি উক্ত জামাতের সদস্যরা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে লিপ্ত থাকিত এবং তাহাদের মন-মস্তিষ্ক আদনা ও গৌণ বিষয়াবলী হইতে মুক্ত না হইত, তাহা হইলে তাহাদের অন্তরে সেই পন্থার উদয় হইত না। হুজুর বলেন, এই জামাতটিতেও এরূপ লোক থাকিতে পারে যাহারা এ বিষয়ে সচেতন নয়। সুতরাং এখন সর্বপ্রথম চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সন্নিকট, এবং এখন আমাদের চূড়ান্ত

পর্যায়ে কুরবাণী পেশ করা উচিত। ইহার জন্য জগত আমাদের কাছে নমুনা ও আদর্শ চায়, আমরা যেন সেই আকাঙ্খিত কার্যকরী আদর্শ তুলিয়া ধরি। দুনিয়া দলিল-প্রমাণ চায়, আমরা যেন সেগুলি তাহাদের ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেই। ইহার জন্য মুরুব্বী ও মুবাল্লেগ চায়, তাহা সরবরাহ করা আবশ্যক ; তাহারা যেন আত্মোৎ-সর্গিত এবং দোওয়া-প্রিয় হয়। তেমনি ইহার জন্য জগত নিদর্শন কামনা করে। তাহারা বলে খোদা নাই, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ কর। হুজুর বলেন, এই প্রমাণ আমাদেরই পেশ করিতে হইবে। খোদাতায়ালাই উহা সরবরাহ করিবেন। আমরা দোওয়ায় আত্মনিয়োগ করিয়া এবং আল্লাহতায়ালার সমীপে বিনয়াবনত হইয়া নিদর্শন যাচঞা করিব, তবে তিনি সেই সকল নিদর্শন আমাদিগকে দান করিবেন এবং খোদার শত্রুদিগকেও খোদার প্রেম দান করা হইবে। হুজুর তাকিদ করেন যে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সার্বিক চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। হুজুর দোওয়া করেন যে, আল্লাহতায়ালা যেন আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করেন।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ইহার পুর্বে মজলিসে শুরায় প্রতিনিধি প্রেরণে পদ্ধতিগত কতক ত্রুটি ও সেগুলির প্রতিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অসুস্থতা সত্বেও হুজুর যোগদান করিয়া দোওয়া এবং ১৮মিনিট ব্যাপি সারগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে শুরার উদ্বোধন করেন। হুজুর তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে অবহিত করেন। হুজুর বলেন, বিগত মঙ্গল ও বুধবারের (২৫ ও ২৬শে মার্চ তারিখের) মধ্যবর্তী রাতে আমার উপর ইনফেকশনের তীব্র আক্রমণ হয়। ভোরে এরূপ অবস্থা ছিল যে, তাপে দেহের অভ্যন্তরে কম্পন হইতেছিল। এই ধরনের তীব্র কিন্তু ইহার চাইতে কম আক্রমণ ১৯৭৩ সনেও হইয়াছিল। প্রস্রাব এবং রক্তে ইনফেকশন হইয়াছে। উচ্চ পরিমাণে এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবনে দুর্বলতাও হইয়াছে। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল যে, অতি অল্প সময়ের জন্য শুরায় যোগদান করিতে। হুজুর বলেন, আমি আসিয়া গেলাম, এজন্য যে, না আসিয়া আমি থাকিতে পারিতাম না। আপনাদের নিকট হইতে দোওয়া লইতে হইবে এবং আপনাদের সহিত জরুরী কথাও বলিতে হইবে। সেজন্য অল্পক্ষণ বসিব। আগামী কালের জন্য ডাক্তারী নির্দেশ এই যে, বেশীক্ষণ যেন না বসি। কেননা কিডনীতে কষ্ট ও ইনফেকশন রহিয়াছে। তাই আমি ইহা মনস্থ করিয়াছি যে আপনারা আমার চেহারা দেখিতে না পারিলেও কিন্তু আমি আপনাদের কথা শুনিতে পারিব। হুজুর জানান যে, তিনি 'ইওয়ানে মাহমুদ' (যেখানে শুরা অনুষ্ঠিত হয়, উহার) সংলগ্ন গেষ্ট হাউজে অবস্থান করিবেন যেখানে মজলিশে শুরার কার্যক্রম হুজুরের গচোরীভূত হইতে থাকিবে। হুজুর বলেন, ইতিমধ্যে যখনই আবশ্যক হইবে, তখনই আমি আসিয়া যাইব। হুজুর বলেন যে, বন্ধুগণ দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা এই সেলসেলাকে কামিয়াব করেন এবং আমাকেও আরোগ্যদান করেন।

সমাপ্তি ভাষণ ঃ

রাবওয়া ৩০শে মার্চ—মজলিসে শুরায় সমাপ্তি ভাষণ দিতে গিয়া হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ এই যুগে ইসলামের বিজয়কাল ঠিক সেই ভাবেই আসিবে, যে ভাবে আজ হইতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং খোদাতায়ালা এই দুনিয়াকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িবেন না, যতক্ষণ না তিনি মানবজাতিকে সমষ্টিগত ভাবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে সমবেত করেন।

হুজুর বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা যে মহান বিপ্লবের উদয় হইয়া ছিল উহা সারা বিশ্বের জন্য ছিল এবং সেই মহান বিপ্লব এখন উহার চরম শিখরে উপনীত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু উহার জন্য প্রতিটি জেনারেশনকে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। হুজুর বলেন, কোন কোন বন্ধু প্রশ্ন করেন যে, উহা কিরূপে সংঘটিত হইবে? বিশ্বের পরিস্থিতি তো এরূপ যে ইসলামের এই বিজয় বাহ্যতঃ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। হুজুর বলেন, মক্কা-বিজয়ের দুই দিন পূর্ব পর্যন্তও কেহ ধারণা করে নাই যে, ঐ বিপ্লব এত দ্রুত সংঘটিত হইবে। কিন্তু যখন সেই বিপ্লব আসিল তখন এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আসিল এবং সমস্ত আরব যাহারা এত যোদ্ধা ছিল এবং এত রক্তপাতপ্রিয় জাতি ছিল যে সেই সময় কেরেস্তাগণই তাহাদের অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যাহার ফলে তাহারা বুঝিয়া উঠে নাই যে, কিছুক্ষণের মধ্যে কিসে থেকে কি হইতে চলিয়াছে। হুজুর বলেন, এখনও তদ্রুপ হইবে। এবং এই সবকিছুই জামাত আহমদীয়ার সেই শতাব্দীতে হইবে, যাহাকে আমি গালাবা-ই-ইসলামের শতাব্দী বলি, যাহা ১৯৮৯ ইং সন হইতে আরম্ভ হইবে।

হুজুর বলেন, এই উপলক্ষে প্রয়োজন আমরা যেন দুইটি বিষয়ে দোওয়া করি। প্রথম এই যে, আমরা যেন নিজেদের জীবদ্দাশাতে উহা দেখিয়া যাইতে পারি। দ্বিতীয় এই যে, মানবজাতি যেন ধ্বংসের চূড়ান্ত মুহূর্তের উপস্থিতির পূর্বে তৌবা করার সুযোগ ও সামর্থ লাভ করে এবং দুনিয়ার বৃহদাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর শুধু নিষ্কৃতি প্রাপ্ত লোকেরাই ইসলাম গ্রহণকারী না হয় বরং সমস্ত মানবজাতি যেন নিজেদের সংশোধন করিতে পারে এবং খোদাতায়ালার আশ্রয়ের সন্ধান লাভ করিতে পারে। হুজুর (আইঃ) অতি দৃঢ়তার সহিত সজোরে ঘোষণা করেন যে, ইহা শুধু কল্পনা বিলাস নয়, বরং আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ইয়াজুজ মাজুজের পরস্পর মোকাবিলার পর এই বিপ্লব অবশ্যম্ভবী, এবং ইহার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতার সৃষ্টি হইবে না। জগতে বিপ্লব আসিয়া থাকে কিন্তু একটি জেনারেশন শেষ হইতে না হইতেই সেই বিপ্লবের মধ্যে ফাটল ধরিয়া যায়। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত বিপ্লব এরূপ যে, চৌদ্দ শত বৎসর কাল ব্যাপী দুনিয়া উহার বিভিন্ন বিপ্লবাত্মকরূপ দর্শন করিয়াছে, এবং জগৎ খোদাতায়ালার সিফাতের বিপ্লব সুলভ জ্যোতির্বিকাশ সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। হুজুর বলেন, যে সময়ে মোহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু দেশে প্রবেশ করিয়া

ছিলেন তখন তিনি একজন বিপ্লবী ছিলেন। মানুষের ধারনায় তিনি ঝাঞ্জা-বায়ুর ন্যায় আসিয়া ছিলেন কিন্তু আমাদের মতে তিনি প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণের ন্যায় আগমন করেন। তেমনিভাবে তারেক বিন যিয়াদ যখন তাঁহার জাহাজ ও নৌকা সমূহ দগ্ধিভূত করিয়া ছিলেন, তিনিও তখন একজন বিপ্লবী ছিলেন। খোদাতায়ালা তাঁহার বিপ্লব সুলভ সিফাতের জলওয়া সমূহও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ক্রমবির্তন ও বিকাশমূলক সিফাতও দেখাইয়াছেন। হুজুর উচ্চ কণ্ঠে বলেন, আমি বলিতেছি যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দীতে উক্ত বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবে। এবং আজ জগতে যে প্রতিটি বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে উহা এক একটি তীরের ন্যায় ইসলামের চূড়ান্ত বিপ্লবকে চিহ্নিত করিতেছে।

দলিল-প্রমাণ ও আসমানী নিদর্শনের যুদ্ধ ঃ

হুজুর বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর প্রথম আবির্ভাব-যুগে মুসলমানদিগকে তাহাদের আকীদা ও বিশ্বাসের হেফাজতের উদ্দেশ্যে তলোয়ার উচাইতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ যে যুদ্ধ লড়া হইতেছে তাহা তলোয়ার বা বন্দুকের যুদ্ধ নয় বরং ইহা দলিল-প্রমাণ ও আসমানী নিদর্শনের যুদ্ধ। হুজুর বলেন ঃ যদি আহমদীয়া জামাত এই দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা খোদাতায়ালার নির্বাচিত জামাত, ইহা ইসলামকে জগতে জয়যুক্ত করিবার নিমিত্ত জগতে কায়েম হইয়াছে, এই উদ্দেশ্যে তাহারা কর্মরত আছে ও কার্যকর ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছে এবং তাহাদের নিয়ত ও সংকল্প যদি এই হইয়া থাকে যে, তাহারা সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ইসলামের উজ্জল মশাল জ্বালাইবে, তাহা হইলে নিজেদের বুদ্ধি ও মন-মস্তিষ্কে এবং নিজেদের আত্মায় বিপ্লব সৃষ্টি কর। হুজুর বলেন, এই জিম্মাদারী ও দায়িত্ব ওক্‌ফ বা আত্মোৎসর্গ চায়; ইহার জন্য জামেয়া আহমদীয়াতে শিক্ষা লাভ করা জরুরী নয়। ইহার জন্য জরুরী খোদাতায়ালা যে কিতাব (কুরআন মজীদ) আমাদিগের হাতে দিয়াছেন তাহা পাঠ করুন এবং উহার অন্তর্নিহিত রুহানী তত্ত্বাবলী হাসিল করুন। হুজুর বলেন, ইহার প্রতি মনোনিবেশ করুন, মনোনিবেশ করুন, মনোনিবেশ করুন। অন্যথা আপনারা মিথ্যা-বাদী প্রতিপন্ন হইবেন—মুখে বলিবেন যে, দুনিয়াকে কোরআনের দিকে আনায়ন করিতে হইবে কিন্তু নিজেরাই কুরআন পড়িবেন না।

হুজুর তাঁহার সারগর্ভ ও ঈমান-উদ্দীপক ভাষণ অব্যহত রাখিয়া বলেন যে, আল্লাহতায়ালার কুদরত ও ক্ষমতাসমূহে কোনই অভাব বা ত্রুটির উদ্ভব হয় না, প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা যে সৃষ্টি হয় তাহা আল্লাহতায়ালার সহিত তায়াল্লুক ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হইয়া থাকে। ১৯৫৩ সনেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়, মধ্যবর্তী কালেও সংঘটিত হইয়াছে, ১৯৭৪ সনেও হইয়াছিল দেশ ব্যাপী, কিন্তু জগত দেখিতে পাইয়াছ যে, বড়ই হিম্মত ও সাহসিকতা পূর্ণ জাতি ইহারা। হুজুর বলেন, খোদাও সে খোদাই আছেন এবং তাঁহার সিফাত, কুদরত ও ক্ষমতাগুলিও পূর্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কোথায়ও ফারাক ও ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় তবে আমাদের

নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত, আমাদের মধ্যে যেন দুর্বলতা না থাকে। আল্লাহ্-তায়ালার সহিত আমরা যে বিশ্বস্তা রক্ষার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি এবং আমরা যে তাঁহার আঞ্চল ধরিয়াছি, দুনিয়ার কোন শক্তি সেই আঞ্চল আমাদের হাত হইতে ছাড়াইতে পারে না।

হুজুর বলেন, দোওয়া করিতে থাকুন, আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের সকল দোওয়া কবুল করেন এবং আমরা যে সকল ওয়াদা করিয়াছি সে গুলি পালনে আমাদের জান ও মাল সহ প্রতিটি জিনিসে যেন বরকত নাযেল হয়। দাতা সেই আল্লাহ, যাঁহার হাত কেহ থামাইতে পারে না। যে খোদার হাত আমরা ধরিয়াছি উহাতে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হইতে পারে না। দুর্বলতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়া থাকে; সেজন্য সচেষ্ট হউন যেন আমাদের মধ্যে অভাব-ত্রুটির সৃষ্টি না হয়।

হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রিয় বান্দাদিগকে কখনও একই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিতে পছন্দ করেন না। তিনি আপনাদিগকেও একইস্থানে অবস্থিত দেখিতে চান না এবং এরূপ উপকরণ তিনি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, যাহাতে আমরা ক্রম-অগ্রসরমান হইতে থাকি। হুজুর ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সর্ব প্রথম ১৯৬৫ সনে আমি 'ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন স্কীম' জারী করিলাম। অনেকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, জামাতের নিকট হইতে ২০/৩০ লক্ষ টাকার বেশী যেন না চাই। আমারও মনে বড় ভয় ছিল। পাঁচ বৎসর পর ১৯৭০ সনে 'নুসরত জাহান স্কীম' জারী করিলাম। উহাতে জামাতের নিকট যতটা চাওয়া হইয়াছিল, তাহার চাইতে অনেক বেশী তাহারা দান করিলেন। তারপর ১৯৭৩ সনের সালানা জলসা 'শতবার্ষিক জুবিলী ফাণ্ড' সম্বন্ধে ঘোষণা করা হইল। উহাতে এ পর্যন্ত চৌদ্দ কোটি টাকার ওয়াদা আসিয়াছে, এবং উসলের গতিও সন্তোষজনক। এবং এই ফাণ্ড তো সারা বিশ্বে উসল করা হইতেছে। ইহার দ্বারা গোটান বার্গে (সইডেন) মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ওস্লোতে (নরওয়ে) এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) ক্রনায় পাকাদালান ক্রয় করা হইয়াছে। অতঃপর খোদাতায়ালা ফজল করিয়াছেন, স্পেনে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। এই জমিনটি বড় সড়কের কিছু দূরে অবস্থিত ছিল এবং বিঘা দেড় এক জমিন ইহার মধ্যে ছিল। আমাদের মুবাল্লেগ করম এলাহী জফর সাহেব যখন তিনি এখানে সালানা জলসায় আসেন তাহাকে আমি বলি যে, উক্ত জমিন খরিদ করার আলাপ করুন; যদি তাহারা ঐ জমিন না দেয়, তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে বিশ ফুট লম্বা এক টুকড়া যেন আমাদিগকে দেয় যাহাতে বড় সড়ক পর্যন্ত পথ আমরা পাইয়া যাই। ফিরিয়া গিয়া তিনি আলাপ করেন এবং এখন সংবাদ আসিয়াছে যে, সমস্ত জমিনটিই ক্রয় করা হইয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

হুজুর বলেন, আমরা কোন একস্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিব না। আর মসলা-সমায়েলের যে ব্যাপার, সে ক্ষেত্রেও দুনিয়ার এরূপ কোন ব্যক্তি নাই, যাহার কাছে জামাত আহমদীয়া-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এমন কোন দলিল বা প্রমাণ আছে যাহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হয় নাই। আর থাকিল আসমানী নিদর্শনের ব্যাপার; খোদাতায়ালা নিদর্শনাবলী

জগতকে দেখাইতে থাকিবেন এবং জগতকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িবেন না যতক্ষণ না তিনি সেই ওয়াদা যাহা তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর সহিত ليظهره على الدين كله (—'সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামকে তিনি জয়যুক্ত করিবেন') বলিয়া যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করেন এবং মানব জাতিকে সমষ্টিগতভাবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পতাকার নীচে সমবেত করেন। হুজুর বলেন, দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন একমাত্র তাঁহারই ফজল ও অনুগ্রহক্রমে আমাদিগকে ঐ সকল দায়িত্ব পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার তওফিক দান করেন যাহা এই প্রসঙ্গে আমাদের উপরে ন্যাস্ত হয়।

'ওয়াস্‌সে মাকা-নাকা' ঃ

হুজুর তাঁহার সমাপনী ভাষণে জামাতের বন্ধুদের দৃষ্টি আর একটি বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করেন। তাহা এই যে, কেন্দ্রে সালানা জলসায় আগত মেহমানদিগের থাকার জন্য বাসস্থান নির্মানের স্কীম শুরু করা হইয়াছিল উহাতে যে সকল জামাত পিছনে পড়িয়াছে, তাহারা যেন নিজেদের অংশ পুর্ণ আদায় করেন।

হুজুর ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, আল্লাহতায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে وسع مكانك (—'তোমার গৃহ প্রশস্ত কর') এই আদেশ দান করিয়াছিলেন এবং এই আদেশ তিন বৎসর বা দশ বৎসর অথবা ১৯১৪ কিংবা ১৯৬৫ সন পর্যন্ত সময়ের জন্য বলবৎ ছিল না ; সেই সময় পর্যন্তই তোমাদের গৃহকে প্রশস্ত কর, উহার পরে আর প্রয়োজন থাকিবে না—এরূপ আদেশ দেওদা হয় নাই। হুজুর বলেন যে, এই সেলসেলা তো কেয়ামতকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে এবং সর্বকালেই এই আওয়াজ আসিতে থাকিবে।

হুজুর এই প্রসঙ্গে বলেন যে, যখন এক বিরুদ্ধবাদী এই জামাতকে ধ্বংস করিবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিল, সেই সময় একরাত্রিও আমার উপর আসিয়াছিল যে আমি সারা রাত উদ্বিগ্ন থাকি একটুও ঘুমাইতে পারি নাই এবং দোওয়া করিতে থাকি ; ফজরের আজানের কিছু পূর্বে আমার নিকট এই আওয়াজ আসিল ঃ

وسع مكانك انا كفيناك المستهزئين

(—'তোমার গৃহকে প্রশস্ত কর ; নিশ্চয় আমরা বিদ্রুপকারী বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে')

সেই সময় তো এরূপ ছিল যে, জামাতকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার পরিকল্পনা রচিত হইতেছিল কিন্তু খোদাতায়ালা বলিতেছিলেন যে, আমি পূর্বাপেক্ষা আরও তোমাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দিব। আসমানী আওয়াজ সংখ্যাধিক্যের সুসংবাদ দান করিতেছিল।

হুজুর বলেন, যখন আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকে জাতীয়করণ করা হইল, তখন সরকার আমাদের সাত হইতে দশ কোটি টাকার সম্পত্তি জাতীয়করণ করিলেন। আমরা যে বিল্ডিং নির্মান

করিয়াছিলাম ; উহা আমাদের জামাতের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও নির্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা আমাদিগকে সালানা জলসা ইত্যাদির উপলক্ষে সেই সকল স্থান ব্যবহার করিতে দেয় না। সুতরাং ইহার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে যে, ৫০ হাজার ফিট জায়গায় ব্যারেক তৈরী করা হউক, যাহার মধ্যে ৩৫ হাজার ফিট নির্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে, শুধু ১৫ হাজার ফিট অবশিষ্ট আছে। এই প্রসঙ্গে হুজুর বিভিন্ন জামাতের উল্লেখ করেন যাহারা এই খাতে সম্পূর্ণ অথবা সন্তোষজনক পরিমাণে ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন। হুজুর বলেন, যে সকল জামাত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আদায় করিয়াছে তাহারা যেন শীঘ্র এদিকে মনোযোগী হয়।

ভাষণ শেষে হুজুর দোওয়া করান এবং ৩০শে মার্চ বিকাল একটা ৫৮ মিনিটে ৬১তম মজলিসে মুশওয়ারাতের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। (আল-ফজল, ও ১ল. ২রা এপ্রিল ১৯৮০ইং)

অনুবাদক : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ)-এর স্বাস্থ্য

হুজুর আকদাস (আইঃ) এখনও দাঁতের বেদনায় অসুস্থ আছেন। অন্যান্য উপসর্গের উপসম হইয়াছে। হুজুরের পূর্ণ আরোগ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং পূর্ণ নিরাপত্তা ও কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

মোহতারম আমির সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরায় যোগদানের পর মঙ্গলমত ঢাকায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন।

শুভ বিবাহ

আহমদ নগর (দিনাজপুর) নিবাসী জনাব আবদুর রশিদ সাহেবের ৪র্থ কন্যা মোছাঃ হাসিনা বেগমের সহিত জামালপুর নিবাসী শাহ মোঃ আবদুল গণি, (ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল)-এর শুভ বিবাহ পাঁচ হাজার এক টাকা মোহরানা ধার্যে বিগত ২১শে মার্চ ১৯৮০ইং তারিখে আহমদ নগর মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব বেলাল হুসেন খান সাহেব।

উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সবিশেষ দোওয়ার অনুরোধ জানান যাইতেছে।

একটি সাক্ষাৎকার

[কেনিয়ার (পূর্ব আফ্রিকা) মিশনারী ইনচার্জ মোহতারম মাওলানা মুহাম্মদ মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের সহিত ৬জন পাদ্রীর একটি সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯ ৭ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার। উক্ত সাক্ষাৎকার অবলম্বনে মুহতারম মুনাওয়ার আহমদ সাহেব মাসিক 'তাহরীক-ই-জদীদ-এর ১৮৭৭সনের নভেম্বর সংখ্যায় "কেনিয়া মে তবলীগে ইসলাম" এই বিষয়ে উর্দুতে একটি প্রবন্ধ লিখেন উহারই বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। অনুবাদ করিয়াছেন মৌঃ মাহফুজুল হক সাহেব (কারী)।

একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান পাদ্রী সাহেব ২২/৯/৭৭ইং আমার অফিসে আসেন এবং বলেন যে, তিনি আগামীকাল শুক্রবার তাঁহাদের একটি প্রতিনিধিদল সমভিব্যহারে নাইরোবীর আহমদীয়া মসজিদে নামায পড়বার কায়দা-কানুন দেখতে আসতে চান। নামাযের পর তাঁরা কিছু আলাপ আলোচনাও করতে চান। যদি আপনাদের পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধা না থাকে তাহলে তাঁরা খুবই খুশী হবেন। আমার ডান পায়ে একটু অসুবিধা থাকায় বেশীক্ষণ বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবুও আমি তবলীগের ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাঁকে কাল আসার অনুমতি দিলাম এবং আরো বললাম যে, চারটার সময় তাঁর গ্রুপ চা-পর্ব শেষ করে চলে যেতে পারবেন।

পরদিন নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসারে ছয়জন পাদ্রীর একটি দল দুপুর একটার সময় আমাদের মসজিদে আসলেন। তাঁদের সংগে দু'জন স্ত্রীলোকও ছিলেন, তাঁরা মেয়েদের সাথে মিলে বসলেন এবং বাকী কয়জন আমাদের পুরুষদের সাথে এক কোণে বসে গেলেন। ঠিক ঐ দিনই বিমান ডাকে আমি সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ-এর একটী তাযা খোতবা পেয়েছিলাম, যাতে "শাহরু রামযানাল্লাযী উনযিলা ফী হিল কুরআনু হুদাল লিন নাসি ওয়া বাইয়েনাতিম্মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান"-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং দোওয়ার দ্বারা কুরব-এ-ইলাহী (আল্লাহর নৈকট্যলাভ)-এর প্রচেষ্টার জন্য নির্দেশ ছিল। আমি স্বাভাবিক ভাবে খোতবার কিছু অংশ সোহায়লী ভাষায় এবং কিছু উর্দু ভাষায় পড়ে শুনালাম, যাতে আফ্রিকা এবং এশিয়ার বন্ধুগণ সমভাবে উপকৃত হতে পারেন। পাদ্রীদের মধ্যে একজনের বাড়ী তানযানীয়ায় যার মাতৃভাষা ছিল সোহায়লী। দুই জন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান পাদ্রী বেশ কিছুদিন হয় কেনিয়ায় এসেছেন, তাঁরাও সোহায়লী ভাষা বুঝতেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন সোহায়লী ভাষা বুঝতেন। তাঁর স্বামী কেনিয়ায় খৃষ্টান কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ইসলাম বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত আছেন। তিনি আমাদের মিশনে আসেন নাই। দুইজন ডেন মার্কের অধিবাসী ছিলেন, তাঁরা শুধু ইংরেজীই বুঝতেন।

পৌনে দুইটায় নামায শেষ হল। বন্ধুগণ তাড়াতাড়ি নিজ নিজ কর্মস্থলে চলে গেলেন। আমি পাদ্রী সাহেবানকে সাথে নিয়ে নিজ দফতরে চলে এলাম। প্রথমে আধা ঘণ্টার মত ইংরেজী ভাষায় ইসলাম ও আহমদীয়াতের উপর আলোচনা হল। পরে তাঁদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলাম। আফ্রিকান পাদ্রী সাহেব ব্যতীত অন্য সকলে আলোচনায় অংশ নিলেন। আলোচনা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে চলছিল। ডেন মার্কের পাদ্রী রিচার্ড পিটার্গণ জিজ্ঞেস করলেন, "জুমার খোতবায় আপনি খৃষ্ট ধর্মের উপর আক্রমণ করেছিলেন, ইহার কারণ কি?" আমি বললাম, "হযরত ঈসা (আঃ)-কে সকল মুসলমান আল্লাহতায়ালার নবী বলে জানেন সুতরাং তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে কোন আপত্তি হতে পারে না। হ্যাঁ, যখন ধর্মের সাথে ধর্মের তুলনা করা হবে তখন স্বভাবতই খৃষ্ট-ধর্মের আলোচনাও এসে যাবে। জুমার খোতবায় এই কথাই বলা হয়েছিল, কুরআনের শিক্ষা পূর্ববর্তী সকল শিক্ষার চেয়ে উত্তম এবং পরিপূর্ণ।" পাদ্রী ডেড্ডি সিঙ্ক বললেন, বিস্তারিত জানার দিক থেকে বাইবেল এবং কুরআনের বর্ণনায় পার্থক্য আছে। এমতাবস্থায় আমাদেরকে বাইবেলের বর্ণনাই সঠিক বলে মানতে হবে; কেননা বাইবেল লেখকগণ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লিখেছেন, কিন্তু কুরআন তো ইহার ছয় শত বৎসর পর এসেছে। ইহাকে সত্য বলে কি ভাবে জানা যেতে পারে?

আহমদী মোবাল্লেগ:—আপনি ইহার উদাহরণ পেশ করতে পারেন কি?

পাদ্রী:—এই ধরুন ক্রুশের ঘটনা। যোহন লিখিত বাইবেলে লেখা আছে যে যীশু ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আর যিনি এই কথা লিখেছেন তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ সত্য, কুরআন মজিদ ইহা পুরাপুরিই অস্বীকার করে। আমরা তো বাইবেলের সাক্ষকেই সত্য বলে মানতে বাধ্য।

আহমদী মোবাল্লেগ:—বাইবেল এবং কোরআনের বর্ণনায় বিশেষ পার্থক্য নেই। মসিহ (আঃ)-কে ক্রুশে ঝুলানোর ব্যাপারে বাইবেল এবং কুরআন একমত পোষণ করে। বাইবেলে লেখা রয়েছে যে, তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন এবং কুরআনের দাবী যে, তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নি। যতটুকু আমার স্মরণ আছে, বাইবেলে লেখা আছে যে, ক্রুশ থেকে হযরত মসীহ (আঃ) তাঁর একজন হাওয়ারীকে এবং তাঁর মা মরিয়মকে দেখে ছিলেন এবং হাওয়ারীকে লক্ষ্য করে বলে ছিলেন 'ইনি তোমার মা" এবং হযরত মরিয়মকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন "এই তোমার ছেলে।" আর এক যায়গায় লেখা আছে যে, ঐ সময় উক্ত হাওয়ারী হযরত মরিয়মকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ইহা দ্বারা এই কথাই প্রামাণিত হয় যে, বাইবেল লেখক শোনা কথা-ই লিখেছেন। কেননা ঐ সময় লেখক ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন না বা হযরত মরিয়মও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। এজন্য কুরআনের কথা-ই অধীক বিশ্বাসযোগ্য বলে মানা উচিত। কেননা ইহা খোদা প্রদত্ত ইলহাম। ইহা ঐতিহাসিকগণের প্রচেষ্টার ফল নয়।

পাদ্রী:—যোহন লিখিত বাইবেলে এ কথা লেখা নাই যে, হাওয়ারী হযরত মরিয়মকে বাড়ী নিয়ে গেলেন বরং ইহা লেখা আছে যে, ঐ সময় থেকে হওয়ারী হযরত মরিয়মের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি সেখানেই উপস্থিত ছিলেন।

আহমদী মোবাল্লেগ :—আমি কি আপনাকে ইংরেজী বাইবেল দেব ? আপনি তাড়াতাড়ি উদ্দিষ্ট স্থানটি বের করে পড়বেন কি ? আমার কাছে অন্য ভাষার তরজমাও আছে, আমি উহা পাঠ করছি। ইহাতে আসল ব্যাপার পরিস্কার হয়ে যাবে।

পাদ্রী :—আপনার কাছে রোমান তর্জমা আছে কি ? উহার এবারত অত্যন্ত পরিষ্কার ?

আহমদী মোবাল্লেগ :—দুঃখের বিষয় রোমান ভাষা আমার জানা নেই, বরং উর্দু, আরবী, এবং সোহায়লী তর্জমা আছে, ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়া যেতে পারে। এই দেখুন যোহনের বাইবেলের ১৯ অধ্যায় ২৭ আয়াতে লেখা আছে 'এবং ঐ সময় উক্ত শিষ্য তাঁকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন"। আরবী তর্জমাও ইহাই বলে। সোহায়লী তর্জমায়ও পরিষ্কার ইহাই লেখা আছে যে, শিষ্য হযরত মরিয়মকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। দায়িত্বভার লওয়ার কথা যদি রোমান ভাষায় বাইবেলে লেখা থাকে, তা হলে মনে হয় যে, তর্জমা কারকগণ ভুল করেছেন।

এই সময় মনে হলো পাদ্রীগণ মারাত্মক ভাবে নিরোত্তর এবং অসহায় হয়ে পড়েন। আফ্রিকান পাদ্রী সাহেব প্রথমে দাঁড়িয়ে বললেন, "সোয়া তিন টায় আমার অন্য এক যায়গায় যাওয়ার কথা আছে, এই জন্য আমি অনুমতি প্রার্থী।" পাদ্রী রায় ত্রো-বেকার বললেন, চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' পাদ্রী রিচার্ড বললেন, 'চলুন আমরা সকলে এক সাথেই যাই।'

আমি বললাম, "গতকাল পাদ্রী ডেড্ডী-এর সাথে এই কথা হয়েছিল যে, আপনারা চারটার সময় এখানে চা-পর্ব শেষ করে যাবেন। কাল তিনি বলেছিলেন, আটজন পাদ্রীর গ্রুপ আসবেন। আপনারা মাত্র ছয়জন এসেছেন। অথচ আমরা আটজনের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছি।"

পাদ্রী ডেড্ডি :—আপনি সোডার পানি দ্বারা আমাদের সম্মান করেছেন। আমরা মনে করেছি ইহাতেই চা-পান হয়েছে। এজন্য তাড়াতাড়ি গেলেও কোন অসুবিধা নেই।

পাদ্রী রিচার্ড :—যদি কথা দিয়ে থাকেন তা হলে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া অত্যন্ত লজ্জার কথা। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

আহমদী মোবাল্লেগ :—যদি আপনাদের তাড়াহুড়া থাকে তা হলে আমি এখনি চা-আনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনাদের ইহা অবশ্যই জানা আছে যে, সোডা সোডার কাজ করে আর চা চায়ের কাজ করে। এইজন্য আসন গ্রহণ করুন। (সকলে মুচকী হেসে বসে পড়লেন এবং পুণরায় আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন)।

পাদ্রী ডেভিড :—কুরআন মজিদে লেখা আছে যে, যদি কোরআন মজিদের কোন বিষয় আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় তা হলে খ্রীষ্টান অথবা ইহুদীদের কাছে জেনে নাও।

আহমদী মোবাল্লেগ :—ইহাতো অতীব আশ্চার্যের বিষয় যে, যে লোক কিতাবে ঈমান এনেছে সে ইহা বুঝতে অসমর্থ, আর যে ইহাকে মিথ্যা বলে থাকে সে ইহা বুঝতে সমর্থ !

পাদ্রী ডেভিড :—বাইবেল বিস্তারিত বর্ণনায় লিখিত আর কুরআন মজিদ সংক্ষেপে লিখিত কিতাব।

আহমদী মোবাল্লেগ :—আজকের জুমার খোতবায় কুরআন মজিদের এই দাবীই পেশ করা হয়েছে যে পূর্বের কিতাব সমূহের তুলনায় ইহা অধিক বিস্তারিত বর্ণনাকারী। আপনি তো ইহার বিপরীত বলছেন। বিস্তারিত জানার জন্য তো আমাদিগকে কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আপনি কুরআনের যে আয়াতের দিকে ইশারা করছেন (সূরা ইউনুসের ৯৫নং আয়াত দ্রষ্টব্য) উক্ত আয়াতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পাঠক যদি কখনো কোন বিষয়ে সন্দেহে পড়ে যায় তা হলে কুরআনের জ্ঞান-সম্পন্ন লোকের কাছে যেন জেনে নেয় (যাকে কুরআনের অন্য জায়গায় "আর রাসিখুনা ফিল ইলমি", বলা হয়েছে) খ্রীষ্টান অথবা ইহুদীদের কাছ থেকে নয়। নিঃসন্দেহে তাদেরকেও আল-কিতাব-এর অনুসারী বলা হয়েছে। কুরআন মজিদের অনেক জায়গায় ইহাকে আল-কিতাব বলে ইশারা করা হয়েছে।

পাদ্রী মার্থা সাহেবা :—কুরআন মজিদ তো পুস্তক আকারে অবতীর্ণ হয় নি। তা হলে কিভাবে ইহাকে আল-কিতাব বলে জানা যেতে পারে ?

আহমদী মোবাল্লেগ :—কুরআন মজিদের প্রথমেই 'যালিকাল কিতাব" বলা হয়েছে, ইহাকে কিতাব বলেই সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা ইহার অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয় নাই। অন্যান্য অনেক আয়াত আছে যেগুলিকে "আয়াতুল কিতাব" বলা হয়েছে। এই দিক দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, কুরআন মজিদের অনুসারীগণও আহলে কিতাব। ইহাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাদ্রী ডেড্ডি :—আপনি বলেছিলেন যে, মসীহ-এর দ্বিতীয় আগমন ঘটেছে ; তাঁর সত্যতার প্রমাণ কি ?

আহমদী মোবাল্লেগ :—দ্বিতীয় আগমনের যে সকল নিদর্শনাবলী কুরআন মজিদ, হাদিস সমূহ এবং বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে সবই পূর্ণ হয়েছে, যেমন : আসমান এবং জমীনের দুর্যোগ দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। আরো অন্যান্য অনেক নিদর্শনও প্রকাশ পেয়েছে। সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একই রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে বলে সত্য ইমাম মাহদীর সত্যতার নিদর্শন বলে জানিয়ে ছিলেন ইহাও পূর্ণ হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং অন্যান্য আযাবের খবর দেওয়া হয়েছিল, এই সমস্ত ঘটনা ও নিদর্শনাবলী তাঁর সত্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষী।

পাদ্রী ডেড্ডি :—অন্যান্য মুসলমানগণ আপনাদের বিরোধিতা করছে। তাহলে আপনাদের এই দাবী কিভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় যে, সারা পৃথিবী একই ধর্মের ছায়াতলে সমবেত হবে ?

আহমদী মোবাল্লেগ :— বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে আস্তে আস্তে এই জামাতে শামিল হচ্ছে কেননা আমরা সকলের সাথে প্রেম-ভালবাসা এবং সহানুভূতির ব্যবহার করি। এক দিকে বিরুদ্ধবাদীরা বিফল হবে এবং অন্যদিকে আমাদের প্রেম ও ভালবাসা এলাহী ফয়সালার সাথে সম্পৃক্তযুক্ত বলেই আমরা বিজয়ী হব। এই কাজ আগামী তিনশত বৎসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করবে। গত ছিয়াসি বৎসরে আমাদের সংখ্যা এক কোটির উপরে উঠেছে। এখন থেকে ইহার সংখ্যা দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাবে। ইনশা-আল্লাহ।

পাদ্রী মার্থা সাহেবা : আপনি প্রথমে বলেছিলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর উত্তর ভারতে আছে। বাইবেলে ইহার সত্যতার কোন প্রমাণ নেই।

আহমদী মোবাল্লেগ :—বাইবেলে কতগুলি কথা অসম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে এবং কতকগুলি সরাসরি ভুল বর্ণনা দিয়েছে। আমার কাছে একজন পাদ্রী সাহেবের লেখা একখানা পুস্তক আছে যার নাম "এ গাইড টু গসপেলস" (**A GUIDE TO THE GOSpELS**) এই কিতাবের লেখক হযরত ঈসা (আঃ)-কে শুক্রবারে ক্রুশে ঝুলানো মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যবাণী অনুযায়ী তাঁকে বুধবারে ক্রুশে চড়ানোই সঠিক বলে ধরে নেওয়া উচিৎ। যদি আমরা যীশু খ্রীষ্টকে সত্য মানতে চাই তা হলে বাইবেলের এই বর্ণনাকে ভুল স্বীকার করতে হবে এবং গুড ফ্রাইডে (**Good Friday**) সম্বলিত কাহিনী যা শত শত বৎসর থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ইহা থেকে আপনি আন্দাজ করতে পারেন যে বাইবেলের সকল কথাই গ্রহণ করে নেওয়ার উপযুক্ত নয়। হযরত মসিহ (আঃ)-এর ভ্রমণ বিত্তান্ত পুরাতন নিয়ম, নুতন নিয়ম, কাশ্মীরের ইতিহাস এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্বাক্ষী-প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণিত।

পাদ্রী রায় ব্রু-বেকার :—আপনি আপনাদের কিছু বই-পুস্তক আমাদিগকে দিতে পারবেন কি ?

আহমদী মোবাল্লেগ :—আজ তো আলোচনার জন্য বসেছি। যদি আপনি কষ্ট স্বীকার করে সোমবারে আসেন তা'হলে দেখে শুনে কিছু নির্ধারিত বই-পুস্তক আপনাদের খেদমতে পেশ করা যাবে।

পাদ্রী রায়-ব্রু-বেকার :—আমি নিশ্চয়ই এসে যাব।

তিনি সোমবার দিন যথার্থই এসেছিলেন এবং সোহায়লী ও ইংরেজী ভাষায় দুই ডজন বই-পুস্তক নিয়েছিলেন।

পাদ্রী রিচার্ড :—কোপেন হেগেনে আমি আপনাদের মোবাল্লেগ সৈয়দ কামাল ইউসুফ সাহেবের সাথে স্বাক্ষাৎ করেছিলাম। অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক তিনি। তাঁর সাথে আমার খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল।

আহমদী মোবাল্লেগ :—আমিও তাঁকে চিনি। অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক তিনি।

পাদ্রী ডেড্ডি :—আমি অনেক মুসলমানের সাথে মিশেছি, কিন্তু বাইবেলের সত্যিকারের স্কলার আপনাকেই পেয়েছি।

আহমদী মোবাল্লেগ : আমাদের জামাতে আমার চেয়ে অনেক বড় বড় আলেম রয়েছেন।

পাদ্রী ডেড্ডি :—আপনাদের জামাতে মোবাল্লেগ তৈরী করার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কি ? আপনি কোথায় শিক্ষা অর্জন করেছেন ?

আহমদী মোবাল্লেগ :—আমাদের জামাতের কেন্দ্রে বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমি কাদিয়ানে শিক্ষা অর্জন করেছি। আমাদের জামাতের বর্তমান কেন্দ্র রাবওয়াতেও মোবাল্লেগ তৈরী করা হয়ে থাকে।

পাদ্রী ডেড্ডি : ইহা কতই না ভাল হত যদি আপনারা অন্যান্য মুসলমানদিগকে বাইবেল পড়ার জন্য উৎসাহ দিতেন ?

আহমদী মোবাল্লেগ :—আমাদের মৌলিক ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, কুরআন মজিদে আমাদের প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা বর্ণিত আছে, অতএব সর্বসাধারণের তৌরাত এবং ইঞ্জিল পাঠ করা প্রয়োজন বলে মনে করি না। কুরআন মজিদ ইহাও বলেছে যে, "আহলে-কিতাব" (ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) তাদের ধর্মীয় কিতাবসমূহের রদ-বদল করতে অভ্যস্ত। সুতরাং বাইবেল পাঠ করা বিপদ মুক্ত নয়। আমরা ইহাকে খুবই সাবধানতার সাতে পাঠ করে থাকি।

আলোচনা চলছিল ইতিমধ্যে চা দেওয়া হল। আমরা ১০/১২ জনের জন্য চা-পর্বের ব্যবস্থা করেছিলাম। মোকাররম মোফাখখর আহ্‌মদ ভাট্টি সাহেব আমার অনুরোধে অনেক খরচ করে চা-চক্রের সুন্দর আয়োজন করেছিলেন। এতে পাদ্রী সাহেবরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন। মুকাররম ভাট্টি সাহেব আমাদের মিশনের একজন অডিটর, দুইদিন হয় তাঁর মাসিক বেতন আট হাজার শিলিং থকে দশ হাজার শিলিং-এ উন্নীত হয়েছিল। এই খুশীতে তাঁকে পার্টি'র ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। (আল হামদু লিল্লাহ)

আমার টেবিলের উপর "শাহেদীনে যিহুভা" (JEHOVA WITNEES) লিখিত বাইবেলের ইংরেজী তরজমা রাখা ছিল। উহা দেখে পাদ্রী সাহেবান সমস্বরে বলতে লাগলেন, এই তর্জমা মোটেই শুদ্ধ নয়, আপনি ইহা মোটেই পড়বেন না। আমি বল্লাম, ঠিক এ কথাই সে আপনাদের সম্বন্ধেও বলছে যে কেথোলিক এবং প্রোটেসটেন্টদের তর্জমা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ, আপনি আমাদের তর্জমা পড়ুন। যাই হোক, আমি আট শিলিং দিয়ে তাদের তর্জমা কিনে নিয়েছি। যদি আমি জানতাম তাহলে অযথা এই অপচয় করতাম না। এখন যখন কিনে নিয়েছি, তখন নিরূপায়, পড়তেই হবে।

সাড়ে চারটায় পাদ্রী সাহেবান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নিলেন। তাঁদের নিকট মৌখিক জানতে পারলাম যে, নায়রোবীতে তিন সপ্তাহের একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এই সেমিনারে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করা হবে। পাদ্রী রিচার্ড বলেন যে, এই সেমিনার শেষ করে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সিয়েরালিওন যাবেন। সেখানে 'বো' নামক স্থানেও এই রকম সেমিনার হতে যাচ্ছে। আমি তাঁকে বল্লাম যে, সেখানেও আমদের মিশন এবং স্কুল আছে। আপনি অবশ্যই আমাদের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

আল্লাহতায়ালা এমন ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন যে, আমার পায়ের ব্যথা অস্বাভাবিক ভাবে দূর হয়ে যায় এবং সারাক্ষণ আমি অত্যন্ত শান্তির সাথে কাটিয়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ। আমাদের আলোচনার কামিয়াবীর জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে খুব বিনয়ের সাথে দোয়াও করা হয়েছিল, যাহার সুফলই ফলেছে। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

তাহরিকে জদিদের সেক্রেটারীর দায়িত্বাবলী

১) সেক্রেটারীর কর্তব্য হইবে যে তিনি একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবেন। উহাতে সকল আহমদী বন্ধুদের নাম ও ঠিকানা সহ পরিপূর্ণ তালিকা তৈয়ার করিবেন এবং তদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়াদী লিপিবদ্ধ রাখিবেন।

যদি কোন বন্ধু প্রয়োজনে বদলী (স্থানান্তর) হন সে ক্ষেত্রে সংরক্ষিত রেজিষ্টারে নোট রাখিতে হইবে এবং তাহার চাঁদার প্রয়োজনীয় বিবরণ কেন্দ্রে ও বদলীকৃত জামাতে দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) চাঁদা দফতরে আউয়াল (১ম), দোয়ম (২য়), ও সোয়ম (৩য়)-এর ওয়াদা আদায়ের ব্যাপারে সেক্রেটারী সাহেবের দায়ীত্ব হইবে যে তিনি আমীর/সদর-এর পরামর্শক্রমে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যেন নূতন বর্ষ এলানের পর পরই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে অধিক হইতে অধিকতর ওয়াদা গ্রহণ করিতে পারেন। ওকালাতে মালের তরফ হইতে ওয়াদার লিষ্ট মঞ্জুরীর জন্য হুজুরের নিকট পেশ করিতে হইবে। জামাতেরপ্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা ও পুরুষ যেন এই মালী জেহাদে শরীক হইতে পারেন এবং প্রতিটি ওয়াদা যাহাতে বিগত বৎসর হইতে বেশী অংকের হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইতে হইবে। যে সকল বন্ধু অল্প আয় বিশিষ্ট অথবা একান্ন পরিবার ভুক্ত তাহাদের ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে এই তাহরীকে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চাঁদার ওয়াদা পরিশোধ করিয়াছেন বা দিতেছেন তাঁহাদের প্রতি নজর রাখিতে হইবে এবং এ সকল বন্ধুদের নামের লিষ্ট তৈয়ার করিয়া তাহাদেরকে নেক কাজের প্রতিযোগী হিসাবে থম স্থানীয় বলিয়া চিহ্নিত করার জন্য নামের লিষ্টি দোয়ার জন্য হুজুরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) ওয়াকুদাত চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনের ব্যবস্থাধীনে সেক্রেটারী মাল এবং চাঁদা আদায়কারীগণের (মহাসসেল) মারফত চাঁদা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু চাঁদা আদায় ত্বরান্বিত করিতে সেক্রেটারী তাহরীকে জদীদের দায়িত্ব হইবে এই যে তিনি সময়মত পত্রাদী লিখিয়া এবং প্রয়োজনে টুর করিয়া ওয়াদাকারীদেরকে অনুপ্রাণিত করিবেন। কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত সমুদয় তাহরীক সমূহ তাহাদের (ওয়াদাকারীদের) নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা নিবেন। এমন কি তাহরীক জদীদ দিবস বা সপ্তাহ বিশেষভাবে উদযাপন করিয়া সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাইবেন। হযরত আমীরুল মুমেনীন কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেট পর্যন্ত যাহাতে পৌছানো যায় উহার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

(৫) মাননীয় সেক্রেটারী সাহেবের কর্তব্য হইবে যে প্রত্যেক জামাতের সেক্রেটারী মালের রেজিষ্টার হইতে নিজের রেজিষ্টারে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা এবং হেদায়ৎ অনুযায়ী বকেয়া চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সংগে সংগে কেন্দ্রকে নিজ প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত করানো।

(৬) এতদোদ্দেশ্যে মজলিসে আনযারুল্লাহ্, মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং না এমাউল্লাহ্‌র সহযোগীতা পাইবার সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইবেন। প্রতিযোগীতা সৃষ্টি রিবার জন্য উল্লেখিত মজলিসগুলি হইতে আদায় ও বকেয়া চাঁদার হিসাব তালিকা প্রস্তুত রিয়া বিভিন্ন সংগঠনে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করিবেন।

(৭) তাহ্‌রীকে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেবের নিকট এমন একটি রেজিষ্টার থাকিবে যাহাতে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) কর্তৃক বিদেশে মসজিদ নির্মাণ স্কীমের ব্যাপারে যে সকল উপার্জনশীল বন্ধু স্তরে স্তরে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নামের রেকর্ড সংরক্ষিত থাকে। ইহার উদ্দেশ্য এই হইবে যে কেন্দ্র হইতে সেক্রেটারীদের নিকট যে সকল তাহ্‌বীক পাঠানো হয় তাহা যেন ঐ সকল বন্ধুদের নিকট সরাসরি পাঠানো যায়।

খাকসার— শাব্বির আহ্‌মদ,
ওয়াকিলুল মাল (আওয়াল), রাবওয়া।

উপরোল্লিখিত নির্দেশাবলীর আলোকে প্রত্যেক স্থানীয় জমাতের তাহরীকে জদীদের সেক্রেটারী সাহেবদের অনুরোধ করা যাইতেছে তাহারা যেন এখন হইতে নিয়মিত প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব জামাতের রিপোর্ট অত্র অফিসে প্রেরণ করেন যাহাতে এখন থেকে সামগ্রিকভাবে কার্য্যবিবরণীর রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠান যায়।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাদী, হাফেজ ও নাসের হউন।

শামসুর রহমান, সেক্রেটারী, তাহ্‌রীক জদীদ,
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া—ঢাকা।

একটি জরুরী মুবারক তাহ্‌রীক

গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা ও মজলিসে শুরায় যোগদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র হইতে আগত বুজুর্গানের মধ্যে মোহতারম চৌধুরী শাব্বীর আহ্‌মদ সাহেব, ওয়াকিলুন মাল বাংলাদেশের সকল আতফাল ও নাসেরতকে তুররে সমীন হইতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক রচিত না'ত (যাহার প্রথম লাইন হইতেছে, "ওহ্ পেশওয়া হামারা জিসসে হ্যায় নুর সারা") উহার প্রথম দশ লাইন মুখস্ত করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। মুখস্তকারীদিগকে তিনি কেন্দ্র হইতে 'তাবাররুক' পাঠাইবেন। সুতরাং মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র মারফত সকল আতফাল ও নাসেরাতকে উক্ত দশ লাইন না'ত মুখস্ত করিয়া খাকসারের নিকট রিপোর্ট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

খাকসার—আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, ঢাকা

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane - Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635